Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান
রোলঃ 227020998

২৬ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 227020998

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান, আইডিঃ 227020998 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নুসরাত জাহান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নুসরাত জাহান

আইডিঃ 227020998

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা....1

আত্মা বা রুহ....2

আত্মার পবিত্রতা....3

অন্তরের রোগ ও তার একটি প্রকাশ....4

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় যেভাবে....5

মানুষের মন পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার মূলনীতি....6

রূহ যখন পবিত্র হয়....7

আত্মশুদ্ধি বা 'তাযকিয়াতুন নফস'....8

নফসের প্রকার....8

মানব অন্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল....9

অন্তরের সাথে ঈমানের সম্পর্ক....9

মহান আল্লাহ অন্তরের শুদ্ধতা দেখেন....10

আত্মার পবিত্রতা সকল শুদ্ধতার মূল....11

সফলতা ও ব্যর্থতার সোপান আত্মশুদ্ধি....12

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ একটি আত্মিক ব্যাধী....15

মানুষের কলব অপবিত্র হয় যে সকল কারণে....16

মনকে পবিত্র করার চমৎকার কিছু কুরআনি চিকিৎসা....17

১.তওবা ও ইস্তেগফার....18

২.ধৈর্য ধারণ করা....19

৩. হকের উপর অটল থাকা....20

৪. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা....20

৫. আল্লাহর উপর ভরসা কর....21

৬. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা....22

৭. সৎকর্ম করা....22

৮.আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসো........23
৯.অল্পতুষ্টি........24
১০. তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা........25
১১. মৃত্যুর স্মরণ করা........26
১২.ইসলাম........26
১৩. ঈমান........27
১৪. আল্লাহ অভিমুখী হওয়া........28
১৫. আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা........29
১৬. আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা........30
১৭.সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা........31
১৮.সকল ক্ষেত্রে অহির বিধান মেনে চলা........32
১৯. আল্লাহর দিকে আহ্বান করা........33
২০. ইলমে দ্বীন হাছিল করা........33
২১. আমলে ছালেহ........36
আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আরো কিছু বিশুদ্ধ পথসমূহ........36
১. যথার্থ ও সুন্দরতম উপায়ে ফারযসমূহ আদায়........37
ক. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে সালাত........37
খ. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে জাকাত........46
গ. আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র উন্নয়নে রোজা........48
ঘ. আত্মার পবিত্রতা অর্জনে হজ্জ........49
২. মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও তা সর্বদা স্মরণ করা........53
৩. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ........57

ভূমিকা

মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার অতি আশ্চর্যময় সৃষ্টি। রূহ নামক একটি কুদরতি নির্দেশের মাধ্যমে তিনি মানব দেহকে সচল রাখেন। সেই দেহের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অঙ্গ হলো ক্বলব। দেহ ও আত্মার মিলিত সত্ত্বাকে নফস বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। কেননা, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ব্যতীত কোনো জিনিসই কবুল করেন না।ইবাদতের জন্যও দেহ-মন পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

কুরআন ও হাদীসে মানুষের বাহ্যিক জীবনকে যেমন সুন্দর ও নিয়মসিদ্ধ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং দৈহিক পবিত্রতা লাভ করলেই হবে না বরং অন্তরকেও পবিত্র করতে হবে। অন্যসব কিছু থেকে মনকে পবিত্র রেখে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত করতে হবে। আর আত্মার পবিত্রতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا

"তাদের পূর্বে আমরা কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭৪)

আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে অবহিত করেছেন যে, তিনি এমন অনেক জাতিকে পূর্বে ধ্বংস করেছেন, যারা আকৃতিতে উত্তম এবং অর্থে অধিক আর গঠনে সুন্দর ছিল এবং তারা যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল তা তাদের কোনোই উপকারে আসে নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করে নি ও দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণতি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোনো কাজে আসে নি।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৮২]

অতএব, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা এবং অন্তরের যথার্থতা ও পরিশুদ্ধতাই হলো মূলবিষয় এবং এর ওপরই নির্ভর করবে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি।

আত্মা বা রুহ

আত্মাকে আরবি ভাষায় 'রুহ' বলা হয়। প্রতিটি জীবের শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আত্মা বিদ্যমান থাকে। ওই সময়টুকুকে আমরা 'হায়াত' বলে জানি।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রুহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।'(সুরা:হিজর,আয়াত :২৮-২৯)

মানুষের হৃদয় রক্তে মাংসে গড়া মানুষের দেহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা একটি কুদরতি নিয়ামত দিয়েছেন যাকে বলা হয় রূহ তথা আত্মা। এই রূহের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

আত্মা আসলে কী, তা বোঝা মানুষের জন্য দুষ্কর। তাই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আত্মার সরল সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

'তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে।তুমি বলো, আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশবিশেষ। আর তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।' (সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫)

আত্মা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানব দেহে অবস্থান করে।

মহান আল্লাহর এই আদেশ যতক্ষণ একজন মানুষ বা প্রাণীর দেহে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ ওই মানুষ বা প্রাণী জীবিত থাকবে। এর এক মাইক্রো সেকেন্ড আগেও কেউ তাকে মারতে পারবে না এবং আর এক সেকেন্ড কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

পবিত্র কোরআনে এসেছে,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا

'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু সেটার মেয়াদ সুনির্ধারিত।' (সুরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আত্মার সৃষ্টিকর্তা, তিনি অবশ্যই অন্তরের বিষয়ে খবরাখবর রাখেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান'।(বাক্বারাহ: ২৮৪)

আত্মার পবিত্রতা

একজন মানুষের দুনিয়াবী জীবনের কীর্তি ও সৌন্দর্য এবং পরকালীন জীবনের স্থায়ী সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে তার পবিত্র নফস বা আত্মার।

নফস বা আত্মার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, নির্মলতা ও কলুষতা এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতা— প্রতিনিয়তই প্রকাশ পেতে থাকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। জীবনের এ পদক্ষেপগুলোই মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় হয়ত সফলতার উচ্চ শিখরে কিংবা ব্যর্থতার গভীর গিরিখাদে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

অর্থাৎ যে মানুষ তার মনকে পবিত্র রাখে সে মানুষের জীবন সফল।

পরবর্তী আয়াতে বলেন

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

অর্থাৎ যে মানুষ তার মনকে অপবিত্র করে রাখে তার জীবন বিফল। (সূরা শামস: ৯-১০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْب ُ

জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হল ক্বলব বা অন্তর। (সহীহুল বুখারী: ৫২, সহিহ মুসলিম: ৩৯৮৬)

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বলবকে 'মুদ্বগাহ' বা মাংসপিণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন।

দেহের রয়েছে দুটি অবস্থা: সুস্থতা ও অসুস্থতা। ঠিক তেমনি আত্মারও রয়েছে সুস্থতা ও অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তাকে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়।

দৈহিক রোগ থেকে আত্মিক রোগ বেশি ক্ষতিকর। দৈহিক রোগের কারণে সর্বোচ্চ ইহকালীন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আত্মিক রোগের কারণে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় ক্ষতির আশংকা থাকে।

অন্তরের রোগ ও তার একটি প্রকাশ

বিভিন্ন কারণে আমাদের দেহে যেমন রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধে, তেমনি আমাদের অন্তরেও নানা প্রকারের রোগ ও ব্যাধি তৈরি হয়। সেজন্য আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল, সব ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত করা।

কুরআন মাজীদে অন্তরের রোগ ও তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখিত একটি আয়াত সব সময় স্মরণ রাখার মতো। সেখানে নবীপত্নীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়ে থাক, তবে (পর-পুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। অন্যথায় যার অন্তরে রোগ আছে সে লালসায় পড়বে। (সূরা আহযাব: ৩২)

এখানে নারী কণ্ঠের কোমলতায় লালসার শিকার হওয়া থেকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাতে এমন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার অন্তরে রোগ আছে।
এখানে রুগ্ন অন্তরের কেবল একটি প্রকাশ তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবে এমন অন্তরের মানুষ নানাক্ষেত্রে নানান রকম গোনাহ ও পেরেশানীর শিকার হয়ে থাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগ মনোজগতের অস্থিরতা কেবল বৃদ্ধিই করতে থাকে। ফলে জীবন ও জগৎ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। পঙ্কিলতায় ছেয়ে যায় সকল ভাব ও ভাবনা।

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় যেভাবে

অন্তরের এজাতীয় রোগ ও ব্যাধি কীভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যখন সে গোনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়, ক্ষমা চায় এবং তাওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। নতুবা পুনরায় গোনাহ করতে থাকলে সেই কালো দাগ আরও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুরো অন্তর (কালো দাগে) ছেয়ে যায়। সেটাকেই আল্লাহ তাআলা মরিচা বলে উল্লেখ করেছেন,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (সূরা মুতাফফিফীন: ১৪) ,জামে তিরমিযী, হাদীস:৩৩৩৪
মরিচার আস্তর জমে লৌহধাতু যেমন তার স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে, মানব হৃদয়ও তেমনি হারাতে থাকে তার স্বভাব শক্তি। ফলে জীবনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হতে থাকে, স্বাভাবিক-শুদ্ধ পথে চলা মন্থর হতে থাকে, হ্রাস পেতে থাকে পাপ প্রতিরোধের কুদরতী ক্ষমতা। আর তখনই মানুষ তার মানবমর্যাদা থেকে নিচে নামতে শুরু করে। সম্ভাবনার সকল দুয়ার থেকে দূরে সরতে থাকে। জীবন পর্যবসিত হয় গ্লানিমাখা ব্যর্থতায়।

মানুষের মন পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার মূলনীতি

মানুষের মনটা হলো কৃষকের জমির (ক্ষেতের) মত। কৃষক যদি তার জমি ফসল ফলাবার জন্য চাষাবাদ না করে জমিকে যদি এমনি এমনি ফেলে রেখে দেয় তাহলে সেই জমিতে ফসল তো ফলে না বরং সেখানে আগাছা জন্মাতে থাকে।

ঠিক এমনই ভাবে মানুষের মনটা হলো কৃষকের জমির মত কতগুলো সু স্বভাবের ফল, যা চেষ্টা বা কষ্ট করে মনের জমিতে ফলাতে হয়। যে সকল মানুষ চেষ্টা করে তার মনের জমির মধ্যে সু স্বভাবের ফসলগুলো ফলায় না, তার মনের জমির মধ্যে কতগুলো কু স্বভাবের আগাছা এমনিতেই জন্মাতে থাকে।

এজন্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কসম খেয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মনকে পবিত্র করতে পারলো তার জীবন সফল হয়ে গেল, যে ব্যক্তি তার মনকে অপবিত্র করে নিল তার জীবন বিফল হয়ে গেল।

মনের জমিতে কুস্বভাবের আগাছায় যতগুলো গুনাহের ফসল জন্ম নেয়, এই আগাছাগুলো পরিষ্কার না করা পর্যন্ত গুনাহ গুলো থেকে নিজেকে পরিপূর্ণ পবিত্র করা যায় না।

মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, দুনিয়ার মানুষ যখন কোন লোভ-লালসার তাড়নায় পড়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, তখনই তার মন অপবিত্র হয়ে যায়।

এই মন অপবিত্র রাখার ক্ষতি দুইটি:

১. জান্নাতের যোগ্যতা হারায়

২. জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

কিন্তু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বান্দার প্রতি অসীম দয়ালু। আল্লাহ পাক বলেন তুমি গুনাহের মজার লোভে যদি হাজার গুনাহও করে থাকো, পাহাড় পরিমান গুনাহও যদি তুমি করে থাকো, আসমান জমিন ভরপুর গুনাহ যদি তুমি করে থাকো, শেষ পর্যন্ত যদি তোমার অন্তরে গুনাহের সাজার ভয় ঢুকে আর এই সাজা থেকে বাঁচার জন্য তুমি যথারীতি তওবা করে ফেলো।

হাদিস শরীফে আল্লাহ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যথারীতি তওবা করে গুনাহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার আমলনামা থেকে সকল গুনাহ মুছে নেন। তখন অপবিত্র মনটা আবার পবিত্র হয়ে যায়।

রূহ যখন পবিত্র হয়

মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র বা অপবিত্র হয়। মানুষ যদি ঈমান আনে, নেক আমল করে, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে, তাহলে তাদের আত্মা পবিত্র থাকে।

বিপরীতে যদি তা না করে, তাহলে তাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে যায় এবং তা নিকৃষ্ট আত্মাতে পরিণত হয়।

নফসের খোরাক হলো গুনাহ শাওয়াত। আর রূহের খোরাক হলো আল্লাহ পাকের জিকির। রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা। মানুষ যখন গুনাহ ছাড়তে শুরু করবে এবং আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান পালন শুরু করবে তখন ক্রমেই তার নফস দুর্বল হবে এবং রূহ স্ববল হবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষের কাছে ফেরেশতা আগমন করে। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি নেককার হলে তারা বলেন, হে পবিত্র আত্মা, পবিত্র দেহ থেকে প্রশংসিত অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকে। অতঃপর রুহ বের হয়ে এলে তারা তা নিয়ে আসমানে আরোহণ করেন। এ রুহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সে কে? ফেরেশতারা বলেন, অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা ছিল পবিত্র দেহে। প্রশংসিত অবস্থায় তুমি প্রবেশ করো। আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে অবিরত এ সংবাদ প্রদান করা হয়—ততক্ষণ অবধি, যখন তা মহামহিম আল্লাহ যে আসমানে অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছে যায়।

অপরদিকে মুমূর্ষু ব্যক্তি পাপাচারী হলে ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মা, নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে আসো এবং উত্তপ্ত গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ গ্রহণ করো এবং অনুরূপ বহু বিষাক্ত বস্তুর। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকেন। অতঃপর তাঁরা রুহসহ ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মার জন্য নেই কোনো সাদর সম্ভাষণ। তুই নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যা। কারণ তোর জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান

থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তা কবরে ফিরে আসে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৬২)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র-অপবিত্র হয়। যাদের আত্মা পবিত্র, পরকালীন যাত্রায় তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, আর যাদের আত্মা অপবিত্র তাদের পরকালীন যাত্রা অত্যন্ত অপমানজনক হয়।

আত্মশুদ্ধি বা 'তাযকিয়াতুন নফস'

শাব্দিক অর্থে, আরবী تزكية ক্রিয়ামূল হতে অর্থ পরিশুদ্ধ করা, পবিত্র করা। দর্শন ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, বৈষয়িক চাহিদা ও কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে অন্তরকে পরিশুদ্ধকরণ।

পরিভাষায়, সকল প্রকার অশ্লীল, নিন্দনীয় ও কদর্য বিষয় থেকে অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। মহান আল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করে নেক আমলের মাধ্যমে অন্তরকে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দানের চেষ্টাকে 'তাযকিয়াতুন নফস' বা আত্মশুদ্ধি বলে।

আত্মিক রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে যে চেষ্টা-সাধনা করা হয় তাকে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি বলে।

নফসের প্রকার

প্রকৃতি ভেদে মানুষের অন্তরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিছু অন্তর গুনাহ বা কু প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে থাকে আবার কিছু অন্তর রবের সন্তুষ্টি কামনায় সদা তৎপর। নফসের তিনটি প্রকার হলো:

১. **নফসে আম্মারা:** যে অন্তর সর্বদা কুমন্ত্রণা, অশ্লীল ও অন্যায় কাজের প্রতি ধাবিত থাকে।

২. **নফসে লাওয়ামা:** অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্ত মন। অর্থাৎ, দোটানা মন।

৩. **নফসে মুতমায়িন্নাহ:** বিশুদ্ধ বা প্রশান্ত চিত্তের মন।

মানব অন্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল

'নফস' বা অন্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল। সময়ের সাথে মানুষের মনে ধ্যান, ধারণা ও বোধের পরিবর্তন আসে। মুহূর্তে স্বচ্ছ হৃদয়ে ভর করতে পারে কলুষতা। শয়তানী ওয়াসওয়াসায় হেরে যেতে পারে মুমীন হৃদয়। আবার পাপে ভরা হৃদয় মহান আল্লাহর ভয়ে ফিসে আসতে পারে চিরদিনের জন্য। এজন্যই অন্তরের পরিচর্যা প্রয়োজন।
নবী সা. মানব হৃদয়ের বৈচিত্র্যতার ব্যাপারে ইরশাদ করেন,
لَقَلْبُ ابنِ آدمَ أَشَدُّ انْقِلابًا مِنَ القِدْرِ إذا اجتمعَتْ غَلْيًانًا.
'আদম সন্তানের হৃদয় হাঁড়ির উঠলানো বা টগবগ করে ফোটা পানির চেয়েও অধিক পরিবর্তনশীল।' (সিলাসিলাতুস সহীহাহ: ১৭৭২)
আল্লাহ বলেন,
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
'আর এ কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের মনে যা রয়েছে, তা আল্লাহ জানেন। সুতরাং তাঁকেই ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু'।(বাক্বারা ২/২৩৫)
সুতরাং নাফসের স্রষ্টা অবশ্যই নাফস সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন। ভাল আত্মা ও খারাপ আত্মা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত।হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ অধিক পাঠ করতেন: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত (দৃঢয়) রাখো।

অন্তরের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

ঈমানের উৎস হলো হৃদয়। পরিশুদ্ধ হৃদয়েই লালিত হয় বিশুদ্ধ ঈমান। যদি উৎসস্থল তথা অন্তর সরল সোজা হয়ে যায়, ঈমানও সঠিক হয়ে যাবে। কলুষিত হৃদয় ঈমানের জন্য উপযুক্ত নয়।
এজন্য নবী সা. ইরশাদ করেন,
لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُه.
'বান্দার অন্তর সঠিক ও সোজা না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান খাঁটি হবে না।'(মুসনাদে আহমদ: ১২৮৪৯)

বিশ্বখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মাহমুদ আলুছি বাগদাদি রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন- ক্বলব বলা হয় আল্লাহ প্রদত্ত আলোকিত জ্ঞানী সত্তাকে, যা আল্লাহর নূর অবতরণের স্থল, এর দ্বারাই মানুষ নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে সক্ষম হয়। মনীষীদের মতে এই কলবই হলো জ্ঞানের উৎস, ঈমানের কেন্দ্রস্থল ।[তাফসিরে রুহুল মাআনি:১/ ২২০ ও ২২১]

অন্তরের জন্য ঈমানের খোরাকই সর্বোত্তম খোরাক, কুরআনের চিকিৎসাই সর্বোত্তম চিকিৎসা। ঈমান ও কুরআন -এ দু'টির মধ্যেই খাদ্য ও চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্যত্র চিকিৎসা অনুসন্ধান করবে সে সর্বাধিক মুর্খ ও গোমরাহ বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সেকি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারে পড়ে আছে এবং কোনক্রমে সেখান থেকে বের হয় না? (সূরা আল আন'আম: ১২২)

অর্থাৎ সে কুফুরীর কারণে মৃত ছিল। অতঃপর ঈমানের মাধ্যমে তাকে জীবিত করেছি।

মহান আল্লাহ অন্তরের শুদ্ধতা দেখেন

মহান আল্লাহ প্রতেক্যের হৃদয়ের গহীনের খবর জানেন। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। এজন্য আমাদের আমল ও কর্ম বাহ্যিকভাবে সংঘটিত হলেও মহান আল্লাহ মানুষের হৃদয় দেখেন ও নিয়তের বিশুদ্ধতা দেখেন। বাহ্যিক আমল যত ভালো হোক, হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা বা ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে তা গ্রহণীয় নয়।

এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন,

إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكُم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَشارَ بأَصبَعِه إلى صدرِه.

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীর ও আকার আকৃতি দেখেন না। বরং তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের হৃদয়।এ কথা বলে তিনি আঙ্গুল দ্বারা নিজের বুক বা অন্তরের দিকে ইশারা করলেন।' (মুসলিম: ২৫৬৪)

আত্মার পবিত্রতা সকল শুদ্ধতার মূল

আমাদের ভালমন্দ কর্মের মূল উৎস হলো 'নফস' বা অন্তর। ভালো কিছুর প্রতি আকর্ষণ বা খারাপ বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রথমে অন্তরেই জাগ্রত হয়। তারপর মানুষ তা কর্মে পরিণত করে। অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হয়, নেককাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, বেশি বেশি সৎ আমল করা সম্ভব হয়। আর অন্তর কলুষিত হলে নানা কুমন্ত্রণা হৃদয়ে ভর করে। সবকিছুর মূলে রয়েছে অন্তর বা নফস।

রাসুল (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন: 'ওই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে সত্যবাদী ও পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী, যা পাপাচার, অবিচার, প্রতারণা ও হিংসা থেকে মুক্ত।' (ইবনে মাজাহ : ৪২১৬)

মূলত নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। আর তিনি তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল'। 'এবং এটা তাদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' (জুম'আহ ৬২/২-৩)।

অত্র আয়াতদ্বয়ে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আদম সন্তানের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর সেই আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হল পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিস ও সুন্নাহ। আর তার ভিত্তিতে যথার্থ ইলম ও আমলের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন শুদ্ধিতা অর্জন করা।

পবিত্র আত্মার জন্য রয়েছে সুসংবাদ

পবিত্র কুরআনে মুমীনের হৃদয়কে 'প্রশান্ত হৃদয়' বা নফসে মুতমায়িন্নাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে হৃদয় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, দুনিয়াতে রবের আদেশ নিষেধ যথাযথ পালন করেছে ফলে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। পরকালে সে ব্যক্তি মহান রবের নৈকট্য ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ٢٨ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ٢٩ وَادْخُلِي جَنَّتِي٣٠

‘হে প্রশান্ত আত্মা (সেদিন পূণ্যবাণ ব্যক্তিকে বলা হবে), তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে তোমার রবের নিকট ফিরে এসো, অতঃপর আমার (প্রিয়) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।’ (সুরা ফজর: ২৭-৩০)

আত্মশুদ্ধি মুক্তির অন্যতম পথ ও পন্থা। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কোনো কিছু কাজে আসবে না। সবাই নিজ নিজ মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকবে সেদিন। আপন পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন পালিয়ে বেড়াবে একে অপর থেকে। সেই কঠিন মুহূর্তে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারীরা নিশ্চিন্তে থাকবে। যারা পরিশুদ্ধ ঈমান লালন করেছে ও সে অনুযায়ী আমল করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ﴾٨٩

‘যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসবে।’ (সুরা শু‘আরা: ৮৯-৯০)

সফলতা ও ব্যর্থতার সোপান আত্মশুদ্ধি

যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, আত্মাকে সকল প্রকার পাপ, পঙ্কিলতা ও আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে মুক্ত রাখে সেই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি আমাদের দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফলতার কারণ। আত্মশুদ্ধির সাথে সফলতার যেমন সম্পর্ক তেমনি ব্যর্থতার সম্পর্কও রয়েছে। যে অন্তরকে কলুষিত ও অপবিত্র করবে সে নিজেকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেবে।

মহান আল্লাহ এই ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

‘নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করবে, যে নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করবে।’ (সুরা আ’লা: ১৪)

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়ার গুরুত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হয় সুরা শামসে। আল্লাহ তা‘য়ালা এগারোটি বিষয়ের কসম করে আত্মশুদ্ধির কথা উল্ল্যেখ করেছেন। মহামহিম আল্লাহ চন্দ্র, সূর্য, দিবস-রাত্রি, আসমান-জমিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর কসম করে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির কথা ইরশাদ করেন। খোদ আল্লাহ তা‘য়ালা যে বিষয়ে কসম করেন তার গুরুত্ব সীমাহীন। এছাড়াও অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানে আরবীতে ‘নিশ্চয়’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

‘কসম সূর্যের ও তার কিরণের; কসম চাঁদের যখন তা সূর্যের পর উদিত হয়। কসম দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। কসম রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়। শপথ আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন তাঁর। কসম যমীনের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন। কসম মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম বানিয়েছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার পাপ ও পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।’ (সুরা শামস: ১-৯)

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে জ্ঞানের প্রয়োজন আর মানুষকে দুই রকম জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

১। অসৎকর্মের জ্ঞান

২। সৎকর্মের জ্ঞান।

এই আয়াতের আলোকে পরিশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায়:

১.মন্দদিক: যা আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করা। যেমন: শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গীবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি হতে নিজেকে এবং দেহ ও আত্মা মুক্ত করা। আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহবান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম কে নির্দেশ দিয়েছিলেন;

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ

‘তুমি ফির‘আউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে’। অতঃপর তাকে বল ‘তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে’? ‘আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?’ (আন-নাযিআত, ৭৯/১৭-১৯)

২. ভালদিক: যা আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র-এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা অর্থাৎ প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎ গুণাবলীর শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎ গুণাবলী হল তাওহীদ, ইখলাছ, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জন করা।

সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ " . قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ " هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ" َ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার নাই কোন পাপাচার এবং নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা। (ইবনে মাজাহ হা/৪২১৬, সনদ ছহীহ) আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু‘আ করতেন।

যাযিদ ইবনু আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে তেমনই বলবো যেমন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন।তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপূরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসে (অন্তরে) তাকওয়া দান কর এবং একে পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনুপোকারী ইলম থেকে ও

ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফসের অনিষ্ট থেকে ও এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।(সহিহ মুসলিম: ৬৭৯৯)

অন্তর যদি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে মানবদেহের বহ্যিক কার্যক্রমও পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও কল্যাণকর হয়। আর যদি অন্তর অপবিত্র ও কলুষিত থাকে, তাহলে মানুষের বহ্যিক আচার-আচরণসহ তার সকল কার্যাবলি অপরিচ্ছন্নতা ও অকল্যাণের কালো ছায়া পাওয়া যায়। নাফসের পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ঈমান, আমল ও আখলাক পরিশুদ্ধ হয়।

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ একটি আত্মিক ব্যাধী

কুপ্রবৃত্তি বলতে নফসের প্রবণতা, নিজের খেয়াল খুশী, কামনা বাসনা, রিপু ও কোনো খারাপ জিনিসের প্রতি টানকে বোঝায়। এর ফলে একজন ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত হয়। শরীয়তের নির্দেশ ও সুস্থ্য বিবেকের পরিপন্থী আনুগত্যই হলো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। কুপ্রবৃত্তি অনুসরণের ফলে সবরকম পাপকর্ম একজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ٢٦

'আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।' (সুরা সোয়াদ: ২৬)

ব্যর্থকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে'। অর্থাৎ যারা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে গিয়ে সাফল্য তালাশ করে, তারা শয়তানের খপ্পরে পড়ে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে।

ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন,

خاب من دس نفسه في المعاصي

'ঐ ব্যক্তি নিরাশ হয়েছে, যার আত্মা পাপে ডুবে গেছে' (কুরতুবী)।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে ও সে পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে'। (বাক্বারাহ ২/৮১)

মানুষের কলব অপবিত্র হয় যে সকল কারণে

মানুষের কলব অপবিত্র হয় তার ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের কারণে। আর এটা হলো, সবচেয়ে মারাত্মক অপবিত্রতা। যেসব ভুল আকীদার কারণে কলব অপবিত্র হয় তা হলো:

১. **শির্ক করা:** মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত ও নাম-গুণাবলির সাথে শির্ক করা।

২. **সন্দেহ পোষণ:** আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরকাল আছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা বা তা অবিশ্বাস করা । যেমন- কাফিরেরা পরকালে বিশ্বাস করে না। আবার কিছু মুসলিমের মনে পরকাল নিয়ে সন্দেহ-সংশয় রয়েছে।

৩. **মুনাফিকী চরিত্র:** অন্তরের বিশ্বাসের সাথে বাস্তব কাজের গরমিল। অর্থাৎ বাইরে যা সে আমল করে প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তা বিশ্বাস করে না।

৪. **শির্ক মিশ্রিত আকীদা:** এমন আকীদা বিশ্বাস পোষণ ও আমল করা যার সাথে শির্কী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত রয়েছে ।

৫. **রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদাত:** মানুষকে দেখানো বা সমাজে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য ভালো কাজ করা।

৬. **গোঁড়ামি বশত:** সত্য বর্জন করা: সত্যকে সত্য বলে জানা সত্ত্বেও গোঁড়ামি বশত তা গ্রহণ না করা।

৭. **হিংসা করা:** অন্যের ভালো দেখতে না পারা, এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়া এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা।

৮. **তাকাব্বরী বা অহংকার করা:** কথায় ও কাজে-কর্মে নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করা।

এ কাজগুলোর সবকটাই কলবের সাথে জড়িত। এতেই কলব নাপাক হয় । আর কলব নাপাক হওয়া বান্দা যদি ওযু-গোসল করার মাধ্যমে পবিত্র হয় না। এ থেকে পবিত্র হতে হলে তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে, এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং খালেস দিলে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ।

তাছাড়া অন্তর নাপাক হওয়ার ছয় কারণ সম্পর্কে হাসান বসরী রহ. বলেন,

فَسَادُ الْقُلُوبِ مُتولد مِنْ سِتَّةِ أشياء: يُذنبون برجاء التوبة، وَيَتَعلمون العلم ولا يَعْمَلُونَ به، وإذا عملوا لا يَخلُصونَ، وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَلَا يَشْكُرُونَ، وَلَا
يرضون بقسمة الله، ويدفنون موتاهم ولا يعتبرون

অন্তর ছয় কারণে নষ্ট হয়ে যায়।

১. তাওবা করে নিবে এই আশায় গুনাহ করে।

২. ইলম শিখে তবে আমল করে না।

৩. আমল করে তবে ইখলাস থাকে না।

৪. আল্লাহর রিজিক আহরণ করে কিন্তু শোকর আদায় করে না।

৫. আল্লাহর বণ্টনে খুশি থাকে না।

৬. মৃতদেরকে দাফন করে কিন্তু এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না।

মনকে পবিত্র করার চমৎকার কিছু কুরআনি চিকিৎসা

শরীর ও অন্তরের সকল রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কুরআন হলো পরিপূর্ণ চিকিৎসা। কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল রোগ ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। তবে সব মানুষই কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করার যোগ্য নয়।

রোগী যখন ঔষধ সেবন করার সর্বোত্তম পন্থা ব্যবহার করতে শিখবে, অতঃপর পরিপূর্ণ সত্যায়ন, বিশ্বাস, কবুল ও শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করার পর নিজের জন্য উহা ব্যবহার করবে, তখন কোনো রোগই তার মোকাবেলা করতে পারবে না। রোগ-ব্যাধির পক্ষে আসমান-যমীনের প্রভুর কালামের মোকাবেলা করা কিভাবে সম্ভব!! আল্লাহর কালাম যদি পাহাড়ের উপর নাযিল হতো, তাহলে উহা পাহাড়কে বিদীর্ণ করে ফেলতো, যমীনের উপর নাযিল হলে যমীনকে ফাটিয়ে ফেলতো। অন্তর ও শরীরের রোগসমূহের প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার নির্দেশনা কুরআনে রয়েছে। যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন তার জন্য কুরআনের মধ্যেই সকল রোগ ও তার কারণ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

‘‘আমি এ কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং যালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না’’। (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮২)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

‘‘হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত’’। (সূরা ইউনূস ১০:৫৭)

মানুষের মনের মধ্যে গুনাহের প্রতি সদা সর্বদা লোভ-লালসা বিদ্যমান থাকে, এ কারণে মানুষের মন থেকে গুনাহের মজার লালসা বের করতে পারে না আর তওবা করাও তার নসিব হয় না।তাই তওবা করার জন্য অনুপ্রাণিত হওয়া এবং তওবার ওপর অটল থাকার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন সেই ব্যবস্থা বলে দিয়ে কোরআনুল কারীমে এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা আত তাওবাহ:১১৯)

আল্লাহ তায়ালার শাস্তির ভয় অন্তরে রাখলে গুনাহ করার সাহস থাকবে না। তবে আল্লাহ তায়ালার শাস্তির ভয় অন্তরে বদ্ধমূল হবে না আল্লাহ ওয়ালাদের সংশ্রব অবলম্বন না করলে। আল্লাহ ওয়ালাদের সহবতে থাকলে, আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে বসা থাকলেও মনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয় জাগ্রত হতে থাকে।ফলে গুনাহের মজার লালসা দিল থেকে দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে এবং তওবা করে দিলকে পবিত্র করার সৌভাগ্য নসিব হয়।

আত্মার রোগসমূহ থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলাম যেসকল বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

১.তওবা ও ইস্তেগফার

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্যতম কাজ হলো ইস্তেগফার। অর্থাৎ কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। মানুষ যত বড় অন্যায় করুক না

কেন যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।কুরআন মাজীদে ইরশাদ রয়েছে,

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

যে গোনাহ, করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।(সূরা নিসা, আয়াত: ১১০)

২.ধৈর্য ধারণ করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার আরেকটি কাজ হল ধৈর্য ধারণ করা। সঠিকভাবে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তারিকা মত চলতে গেলে অনেক বালা মসিবত ও বাধা বিভক্তির সম্মুখীন হতে হয়। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন পাহাড়ের মত ধৈর্য নিয়ে অটল থাকা। আল্লাহর নিকট যে যত বেশি প্রিয় তার পরীক্ষা তত বেশি।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (সূরা বাকারা ২:১৫৫-১৫৬)

হাদিস বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ " الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ.

মুসআব ইবনু সা'দ (রহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (সাদ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা,

তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না।

বিপদাপদে অটল থাকা নবীগনের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহুর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।(সূরা আহ্বকাফ, আয়াত: ৩৫)

৩. হকের উপর অটল থাকা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হল হকের উপর অটল থাকা। যখন যেখানে সুবিধা পাওয়া যায় তখন সেখানে যোগদান করা এটা মুনাফিকদের লক্ষণ।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও- যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।(সূরা হুদ ১১:১১২)

৪. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে খুব সহজেই প্রকাশ করতে পারে যে এ সকল নেয়ামতের ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, বরং আল্লাহর

অনুগ্রহে সবকিছু হয়। এভাবে যখন মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তার অনুগ্রহ আরো বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।(সূরা ইব্রাহীম ১৪:৭)

এ আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।(সূরা বাকারা ২:১৫২)

৫. আল্লাহর উপর ভরসা কর

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হল আল্লাহর উপর ভরসা করা। যারা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত আছে,

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তারা হলো যারা ঝাড়ফুঁক করে না, কোন কিছুতে কুলক্ষণ বা অমঙ্গল আছে বলে বিশ্বাস করে না এবং তাদের রবের উপর ভরসা রাখে। (বুখারী ৬৪৭২, মুসলিম ৫৪৭, তিরমিজি ২৪৪৬)

অপর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত রাসুল (সা:) বলেছেন যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করতে তাহলে ঠিক সেভাবেই তোমাদের রিযিক দিতেন যেভাবে পাখিদের দেন। ওরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয়, বিকেলবেলা পেটভরে ঘরে ফিরে আসে। (তিরমিজি ২৩৪৪)

যারা প্রকৃত মুমিন তারা সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।(সূরা মায়েদা৫:২৩)

যেকোনো কাজের আগে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মুমিনদের কাজ। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আল্লাহর প্রতি ভরসা করে কাজ শুরু করতে হবে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন।(আল ইমরান, আয়াত ১৫৯)

৬. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে। খালেছভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।(সুরা বায়্যিনাহ, আয়াত ৫)

৭. সৎকর্ম করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হল সৎ কর্ম করা। ইহসানের দুটি অর্থ হয়। এক, কারো প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে?
(সূরা আর রহমান, আয়াত ৬০)

অপর আয়াতে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ করেছেন।

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।(সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৫)

ইহসানের দ্বিতীয় অর্থ হলো, কোনো ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করা। হাদীসে জিবরাঈলে আগন্তুক ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি এ উত্তরই দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ইহসান কি? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে না পার তবে জানবে তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।' (বুখারী ৫০)

৮.আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসো

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার আরেকটি কাজ হল আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।(সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৫)

রাসূল ইরশাদ করেছেন, يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح و حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই। (বুখারী ১৫)

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের চেয়ে অন্য কোন কিছুর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার অন্যতম কারণ। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।(সূরা তাওবা, আয়াত ২৪)

৯.অল্পতুষ্টি

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো অল্পেতুষ্ট হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

'যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না (অর্থাৎ অল্পেতুষ্ট) এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও।' (হজ্জ ২২:৩৬)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَلَى النَّفْسِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অনেক সম্পদ থাকার নাম ধণী নয় বরং মনের ধণীই প্রকৃত ধণী।' (বুখারী ৬৪৪৬)

১০. তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। মানুষ অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা যদি সহায় না হন তাহলে কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

'আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।' (তাকভীর ৮১:২৯)

এ কারণে তাদবীরের সাথে সাথে তাকদীরেও বিশ্বাস রাখতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عباس قال كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিছনে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব। তুমি আল্লাহর হেফাজত করবে আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর হেফাজত করবে আল্লাহকে তুমি তোমার মুখোমুখি পাবে। যখন তুমি কোনো আবেদন করবে তা আল্লাহর কাছেই করবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! সকল সৃষ্টি যদি একত্র হয় তোমার কোনো উপকার করার জন্য তারা ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ রয়েছে। পক্ষান্তরে, যদি সকল সৃষ্টি ঐক্যবদ্ধ হয় তোমার ক্ষতি করার জন্য তবে তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা আছে। কলম তুলে রাখা হয়েছে আর সহীফাগুলো শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ তাকদীর লেখা ও চূড়ান্ত হয়ে গেছে)।' (তিরমিজি ২৫১৬)

১১. মৃত্যুর স্মরণ করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো মৃত্যুকে অধিক পরিমানে স্মরণ করা।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعنيا لموت

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা সমস্ত স্বাদ-আনন্দ ধ্বংশকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমানে স্মরণ করো।' (তিরমিজি ২৩০৭)

১২.ইসলাম

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম কবুল করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর'। সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম'।' (বাকারা ২:১৩১)

যারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তারাই মুসলিম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' (ইবরাহীম ২২:৭৮)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ:) আমাদের মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ (সুব:) এটাকে পছন্দ করেছেন। আর সেজন্যই তিনি পবিত্র কুরআনে তা ঘোষনা করে দিয়েছেন। আর মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াটাই তিনি পছন্দ করেন। সে কারণেই পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন'। (ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াকে পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। (আল ইমরান ৩:১০২)
কবরে গেলেও প্রশ্ন করা হবে,

مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دينى الإسْلام

'তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলতে হবে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। (আবু দাউদ: ৪৭৫৫) অবশ্য এই পরিচয় দিলে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবে, বুঝলাম আপনি মুসলিম তবে কোন মুসলিম?' অর্থাৎ কোন পন্থী বা কোন দলের ইত্যাদি। তার মানে ইসলাম এখন অপরিচিত। ইসলামের অনুসারী মুসলিমকে কেউ চিনে না। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ আখেরী জামানায় এমনটি হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন,

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত আগন্তুক মুসাফিরের ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে, এবং শেষে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুক মুসাফিরের ন্যায় অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে যাত্র শুরু করেছিলো। সৌভাগ্য সেই গুরাবাদের (যারা এ অবস্থায় ইসলামের উপর অটল থাকবে এবং মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিবে)।' (মুসলিম, ৩৮৯)

১৩. ঈমান

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো বিশুদ্ধভাবে ঈমান আনা। বিশুদ্ধ ঈমান আনার পরে অন্তরের ভিতরে কোনো নেফাক বা অন্য কোনো রোগ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। এ কারণেই কতিপয় লোক যখন নিজেদের মুমিন দাবী করলো আল্লাহ (সুব.) তাদের সে দাবী নাকচ করে দিয়ে শুধু মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

'বেদুঈনরা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আননি'। বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম' (আত্মসমর্পণ করলাম)। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।' (হুজুরাত ৪৯:১৪)

অনেকে নিজেদের ঈমানদার হিসেবে দাবী করে অথচ ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করে না তারাও প্রকৃত পক্ষে মুমিন নয় বরং তারা মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি, আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।' (বাকারা ২:৮)

এ কারনেই ঈমানের যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। আল্লাহ (সুব.) সাধারণ মুমিনদের ঈমানকে সাহাবীদের ঈমানের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা (সাহাবীরা) যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধীতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (বাকারা ২:১৩৭)

১৪. আল্লাহ অভিমুখী হওয়া

কলবের সকল রোগ দূর করার জন্য সবসময় আল্লাহ অভিমুখী হতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদপ্রাপ্ত বান্দাদের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

'আর যারা তাগূতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।' (যুমার ৩৯:১৭)

এ জন্য সবসময় আল্লাহ অভিমুখী বান্দাদের সংশ্রবে থাকা এবং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক তারা যে আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন সে আমলগুলো করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي

'আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়।' (লুকমান ৩১:১৫)

১৫. আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা। যে কোনো বিপদে-আপদে ও দূর্যোগ মূহুর্তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এমনকি শয়তানদের প্ররোচনা থেকেও আশ্রয় চাইতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (আ'রাফ ৭:২০০)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করা জায়েজ নেই। বিপদে-আপদে, বালা-মুসিবতে শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। এবং তার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থণা করতে হবে। কোনো গায়রুল্লাহর কাছে নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز -

'হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল। তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।' (হজ্জ ২২:৭৩,৭৪)

এ আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোনো গায়রুল্লাহর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের অভিভাবক, মুরুব্বী ও সাহায্যকারী মনে করা হয় সে সকল পীর-ফকির, মাজারওয়ালা-দরগাওয়ালা কিংবা দূর্গাওয়ালা দেব-দেবীর কোনো ক্ষমতা নেই। এ সকল গায়রুল্লাহর উপর যারা ভরসা করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন,

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায় এবং নিশ্চয় সবচাইতে দুর্বল ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত।' (আনকাবুত ২৯:৪১)

১৬. আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা। আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা একটি ইবাদত। কুরবানী, সাদাকা, আকীকাহ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা। পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং কুরবানী কর।' (কাওছার ১০৮:২)
আল্লাহ ছাড়া কোনো গায়রুল্লাহর নামে পশু যবাই করা হারাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে।' (মায়েদা ৫:৩)
মুমিনরা যে কোনো ইবাদত আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্যই করবে। কোনো গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।' (আনআম ৬:১৬২)

১৭.সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা

আল্লাহ মানুষের ও বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনিই আমাদের রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। তিনি যেমন মহা ক্ষমাশীল, তেমনি দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এ আশা ও ভয় সর্বদা লালন করা। সাথে সাথে প্রতিটি কর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, সর্বদা এ দায়িত্বানুভূতি জাগরুক থাকা।

আল্লাহ বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' (রহমান ৫৫/৪৬)।

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون َ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সৎকর্মশীল' (নাহল ১৬/১২৮)। অর্থাৎ যারাই আল্লাহভীরু তারাই সৎকর্মশীল।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' (হাশর ৫৯/৭)।

অপর আয়াতে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীরুতা প্রমাণিত হবে কর্মের মাধ্যমে, কেবল কথার মাধ্যমে নয়।

সর্ব অবস্থায় মহান আল্লাহ তাআ'লা কে ভয় করলে মুমিনগণ তাদের নফসকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১৮.সকল ক্ষেত্রে অহির বিধান মেনে চলা

আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো’ (হাশর ৫৯/৭)। আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর ‘অহি’ ব্যতীত (নাজম ৫৩/৩-৪)।

আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ (নিসা ৪/৮০)। তাই হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মান্য করার দাবী স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র। বস্তুত তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখার সর্বোত্তম উপায়। কারণ ইসলামের সকল বিধান আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلا بِطَاعَتِهِ

‘হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি।

পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার প্রতি ‘অহি’ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহর নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না’। অত্র হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

যদি মানুষ আখেরাতে বিশ্বাসী না হয় এবং আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় না করে, তাহলে তার কাছে মানুষ ও মানবতা নিরাপদ থাকে না। সে হয় স্রেফ প্রবৃত্তিপূজারী একটি বস্তুবাদী জীব মাত্র।

আল্লাহ বলেন,

فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ

‘যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর হয় হঠকারী এবং তারা হয় গর্বোদ্ধত’ (নাহল ১৬/২২)। তিনি বলেন,

فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

‘যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে’ ‘এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়’ ‘জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে’। ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত রাখে’ ‘জান্নাত তার ঠিকানা হবে’ (নাযে‘আত ৭৯/৩৭-৪১)

১৯. আল্লাহর দিকে আহ্বান করা

আরেকটি পদ্ধতিটি হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহবানের মাধ্যমে নফস পবিত্র রাখা। অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

‘যখন তারা স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন যেন তাদেরকে সতর্ক করে, তাহলে তারা বাঁচতে পারবে’ (তওবা ৯/১২২)।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও’।

২০. ইলমে দ্বীন হাছিল করা

ইলমে দ্বীন হাছিলের মাধ্যমে আমরা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের নিকট অবতীর্ণ অহী-র সূচনা হয়েছিল ‘পড়’ নির্দেশের মাধ্যম।

আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

‘পড়! তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’ (আলাক্ব ৯৬/১)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

'প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কিছু লোক গভীরভাবে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বের হয়ে পড়ে না কেন? আর তারা সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করবে, যাতে তারা মুক্তি লাভ করতে পারে' (তওবা ৯/১২২)।

আর এই ইলমে দ্বীনের প্রধান উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। আল্লাহ তা'আলা আত্মার সৃষ্টিকর্তা, তিনি অবশ্যই অন্তরের বিষয়ে খবরাখবর রাখেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান' (বাক্বারাহ ২/২৮৪)।

তিনি আল্লাহ বলেন,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

'তিনি কি করে জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত' (মুলক ৬৭/১৪)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

'বলুন, একে (কুরআন) তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু' (ফুরক্বান ২৫/৬)।

আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

'আর এ কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের মনে যা রয়েছে, তা আল্লাহ জানেন। সুতরাং তাঁকেই ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু' (বাক্বারা ২/২৩৫)। সুতরাং নাফসের স্রষ্টা অবশ্যই নাফস সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন। এজন্য তাঁরই প্রেরিত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ মানবাত্মার অন্যতম গাইড বুক হিসাবে বিবেচিত।

আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً

‘যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা:) মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা’ (আহযাব ৩৩/২১)।

কিতাবের অনুসরণ, রাসূলুল্লাহ (স:)-এর অনুকরণের মাধ্যমে যখন আমরা ইলমে দ্বীন অর্জনে সচেষ্ট হব, তখন এতদুভয়ের সমন্বয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগে আত্মনিয়োগ করতে পারব।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِين

‘এটা এমন একটা কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথ প্রদর্শক’ (বাক্বারাহ ২/২)।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم

‘এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল-সঠিক’ (বনী ইসরাঈল ১৭/৯)।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

‘পূর্ববর্তী নবীদের যা দেয়া হয়েছিল, তাতে লোকেরা পূর্ণ ঈমান আনয়ন করেনি; আর আমাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা হ’ল অহী, যা আমার প্রতি আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে আমার বেশী অনুসরণকারী হবে’।

২১. আমলে ছালেহ

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে চলাফেরা ও আমলের ক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে সে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবী আবাদ করার জন্য সেখানে বিচরণ করে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে আহবান করেছেন। তাকে আমলে ছালেহের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন তার সাক্ষাৎ লাভের ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ ۞

'হে মানুষ তোমাকে তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে' (ইনশিক্বাক ৮৪/৬)।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'তোমাকে তোমার রবের সাক্ষাৎ পেতে অত্যন্ত সাধনার মাধ্যমে আমলে ছালেহ সম্পাদন করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করলে নেককার হিসাবে তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। আর বদ কাজ করলে বদকার হিসাবে তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে'।

আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আরো কিছু বিশুদ্ধ পথসমূহ

দেহের ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য প্রথমে মুমিন হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ۞

আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটা হল তাদের পুরস্কার যারা পরিশুদ্ধ হয়। (ত্ব-হা, ২০/৭৫-৭৬)

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় ব্যক্তির পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। তারপর সৎকর্ম করতে হবে তাহলে ব্যক্তির পরিশুদ্ধতা সাফল্য লাভ করবে।

মানুষ নিজের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যেভাবে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে ও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সার্বক্ষণিক পরিচর্যা করে, ঠিক তেমনি অন্তরকে পবিত্র রাখার জন্য নিয়মিত খাদ্য প্রদান ও পরিচর্যা প্রয়োজন। ঈমান ও নেক আমল

হলো সেই খাদ্য। শরীর যেমন খাদ্য পেয়ে শক্তি অর্জন করে, তেমনি অন্তরও নেক আমলের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে।

আত্মার স্বরূপ নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এতটুকুই বলেছেন:'এটি মহান আল্লাহর একটি হুকুম।'

স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত এ তাৎপর্যময় হুকুমের পবিত্রতা রক্ষা করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনই মানুষকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য ব্যক্তির মাঝে তাজকিয়াতুন নফস বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি সাধন করা ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য। ইসলামের সব নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত একই লক্ষ্যে নিবেদিত। বলা যায়, আত্মশুদ্ধিতার ওপরই নির্ভর করে মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম ও তার ফলাফল। ইসলাম মানুষের দেহের থেকে আত্মার পরিশুদ্ধার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. যথার্থ ও সুন্দরতম উপায়ে ফারযসমূহ আদায়

ক. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে সালাত

সালাত হচ্ছে হিকমাহপূর্ণ এক অলৌকিক তরবিয়ত-ব্যবস্থা। সালাতের মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা বান্দাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে।

সালাত এমন এক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পূর্ণ যে, খাঁটি মুসল্লি নামাযের বাইরের পরিবেশেও এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা মানুষের দৃষ্টিতে সালাতের ভাব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। অদৃশ্য থেকে মূলত সালাতই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তার রাত-দিনের সকল গতিবিধি।

ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল সালাত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ.

কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের মাধ্যমে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৬)

হযরত উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ বাণী,

إِنّ أَهَمّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে। (মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮)

সালাত মূলত খোদাপ্রদত্ত এক মহান নিয়ামত। রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ উপহার, যা বান্দাকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, পাপাচার, প্রবৃত্তিপূজা, ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত করে পূত-পবিত্র ও উন্নত এক আদর্শ জীবনের অধিকারী বানিয়ে দেয়। বিকশিত করে তোলে তার ভেতরের সকল সুকুমারবৃত্তি। তার জন্য খুলে দেয় চিরস্থায়ী জান্নাতের সুপ্রশস্ত দুয়ার।

শয়তানের ধোঁকায় যদি মুসল্লি কখনো কোনো অন্যায় বা অশোভনীয় কাজে লিপ্ত হতে চায় তখন নামাযের তরবিয়তে দীক্ষিত বিবেক তাকে বলে, তুমিই বল, একটু পরে যখন তুমি সালাতে তোমার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবে তখন কি তোমার এই ভেবে লজ্জাবোধ হবে না যে, কেমন কালো মুখ ও কলুষিত হৃদয় নিয়ে তুমি আপন মালিকের সামনে দাঁড়াচ্ছ? যিনি অন্তর্যামী, তোমার গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। যিনি ছাড়া তোমার আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি তোমার একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাঁর সামনে তোমাকে বার বার দাঁড়াতে হবে। যার কাছে তোমার সকল চাওয়া-পাওয়া। প্রতিটি মুহূর্তে তুমি যাঁর মুখাপেক্ষী। এগুলো জানার পরও কি তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে? সালাত এভাবে মুসল্লিকে উপদেশ দিতে থাকে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলূসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কেরাত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ও রুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে সালাত।

এ কারণে সালাত যেন মুসল্লিকে বলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না। তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করো না, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত

হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্য হবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছ, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। এরপরও যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। (আর স্ববিরোধী কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্ স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে।) রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২

প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত নামাযে প্রতি রাকাতে বান্দাহ বলতে থাকে,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

[(তুমি) কর্মফল-দিবসের মালিক।] আর তার স্মরণ হতে থাকে, তাকে কাল কর্মফল দিবসে মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং তাঁর নাফরমানী থেকে, তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হবে। কোনো গুনাহ যদি নামাযের আগে হয় তাহলে তার গুনাহের কথা স্মরণ হয় ও লজ্জাবোধ হয়; বান্দা অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করে। তেমনি যদি কোনো গুনাহের নিয়ত থাকে তখন বান্দার মনে হয়, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো; কাল কিয়ামতের দিনও তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাহলে কীভাবে আমি নামাযের পর অমুক গুনাহ করার কথা ভাবতে পারি! এভাবে নামায বান্দাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে, কৃত গুনাহ থেকে পবিত্র করে।

তেমনিভাবে আমরা নামাযের শুরুতে যে ছানা পড়ি,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمّ وَبِحَمْدِكَ...

এখানে পড়ার আরেকটি দুআও রয়েছে, যে দুআর মধ্যে বান্দা গুনাহ থেকে দূরে থাকার তাওফীক প্রার্থনা করে,

اللّٰهُمّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ...

(হে আল্লাহ! পূর্ব-পশ্চিমের যেমন দূরত্ব; আমার মাঝে আর গুনাহের মাঝে তুমি তেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।)

তো বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে, তখন অবচেতনেই সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। এভাবে সালাত বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

দিনের শেষে বিতর নামাযে আমরা দুআ কুনূত পড়ি। সে দুআতে এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যাতে বান্দা নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে, মাফ চায়, গুনাহ না করার সংকল্প করে। যেমন দুআর শুরুতেই আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বান্দা বলে,

اللّٰهُمّ إِنّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ.

ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।
দিন শেষে বান্দা যখন গাফূরুর রাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তো বান্দার সারাদিনের সকল পাপের কথা স্মরণ হয়ে যায়। সাথে ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প ব্যক্ত করে। কারণ, কৃত গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য প্রধান শর্তই হল, ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর না করার সংকল্প।

একপর্যায়ে বান্দা বলে,

نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ.

আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; অকৃতজ্ঞ হই না।
রবের নাফরমানীর চাইতে বড় অকৃজ্ঞতা আর কী হতে পারে!
সালাত বান্দাকে শুধু রবের নাফরমানী থেকেই বিরত রাখে না; বরং নাফরমান থেকেও দূরে রাখে। দুআ কুনূতে বান্দা বলে,

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ.

যে তোমার নাফরমানী করে আমরা তাকে ত্যাগ করি, বর্জন করি।
সবশেষে বান্দা সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প ব্যক্ত করে বলে,

وَنَخْشٰى عَذَابَكَ.

আমরা তোমার আযাবকে ভয় করি।
এ সংকল্প সারাদিন বান্দাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কৃত গুনাহ থেকে তওবা করার তাকিদ দেয়। এভাবেই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, গোনাহগার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প আর আল্লাহর আযাবের স্মরণ বান্দাকে সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।
এ তো গেল দিনের শেষে বান্দার গুনাহের স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা; এ ছাড়াও প্রতি নামাযের শেষেই তো বান্দা বলে,

اللّهُمّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلَا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرّحِيمُ.

ইয়া আল্লাহ! আমি (তোমার নাফরমানীর মাধ্যমে) নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।

যে বান্দা রবের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার ‘যালামতু নাফসী’-‘নিজের উপর যুলুম করেছি’ বলে স্বীকারোক্তি দেয় এবং হৃদয়ে তা ধারণ করে সে কি সালাতের বাইরে এ স্বীকারোক্তির বিপরীত করতে পারে? রাব্বে কারীমের, গাফূরুর রাহীমের নাফরমানী করতে পারে?
এভাবেই সালাত বিরত রাখে বান্দাকে সকল অন্যায়-অনাচার থেকে।
সবচেয়ে বড় কথা হল, দিনের পাঁচটি সময়ে পাঁচবার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোই তো বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। দিবস-রজনীর বিভিন্ন মুহূর্তে সে যত গুনাহ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তার গুনাহের কথা স্মরণ হয়ে যায়, সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। কারণ সে তো দাঁড়িয়েছে ‘আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি’র সামনে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব জানেন। সে তো দাঁড়িয়েছে তার রব এর সামনে, যিনি অন্তরের সংকল্পও জানেন।
এর দ্বারা যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাথেয় অর্জন হয়, সংকল্প করার তাওফীক হয় তেমনি এ কারণে গুনাহও মাফ হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,
الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.
পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তার মাঝের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১)
হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে আর দিনের বেলায় চুরি করে। নবীজী বললেন,
سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ.
তুমি যা বলছ (অর্থাৎ তার নামায) তা শীঘ্রই তাকে (এ অন্যায় থেকে) বিরত রাখবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৫৬০)
এক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করত। যখন তার সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে বলা হল, তিনি বললেন, সালাত তার জন্যই ফলদায়ক হয়, যে সালাতের আনুগত্য করে। অতপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন,
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.
নিশ্চয়ই সালাত অশোভন ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। [সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫] -মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস ৩৫৬৯৬; তাফসীরে তবারী, ১৮/৪০৮; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৯/৩০৬৬

হযরত শুআইব আ.-এর ঘটনা থেকেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসে- সালাত অন্যায় থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর নবী হযরত শুআইব আ. যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং মাপে কম দেয়াসহ সকল প্রকার অনাচার পরিহার করে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের আহ্বান জানালেন তখন তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায় তার প্রতি আপত্তি জানিয়ে বলল,

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۖ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ.

তোমার 'সালাত' কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্য বস্তুকে ত্যাগ করব কিংবা আমরা বিরত থাকব আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা থেকে? তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক লোক! [সূরা হূদ (১১) : ৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান রাহ. বলেন, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই সালাত (ভালো কাজের) আদেশ এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করে। -তাফসীরে তবারী ১৮/৪০৯

প্রকৃত অর্থেই সালাত মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তা কখন? এ ঘোষণার চূড়ান্ত ফল লাভ করার জন্য কোনো শর্ত রয়েছে কি না? এক্ষেত্রে মুসল্লিরও কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আছে কি না? এটা অবশ্যই যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। অনেক আয়াত ও হাদীস থেকেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। এখানে শুধু একটি আয়াত ও একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ.

দুর্ভোগ ঐসকল মুসল্লির, যারা তাদের সালাত থেকে উদাসীন। যারা শুধু (মানুষদেরকে) দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। সূরা মাউন (১০৭) : ৪-৫

অতএব স্পষ্ট যে, মুল্লি মাত্রই সালাতের এই মহা সুফল লাভ করবে, বিষয়টি এমন নয়। সালাতের মধ্যে উদাসীনতা মুসল্লির জন্য সুফল নয়; বরং কুফল বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে এবং যথাসময়ে সালাত আদায় করবে- এভাবে যে, রুকু-সিজদা

ও খুশূ পূর্ণরূপে সম্পাদন করবে, তার জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমার (অন্য বর্ণনায়, জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি (এসব) করবে না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা হলে মাফ করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৭০৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫)

নবীজীর এই পবিত্র ইরশাদ থেকে বোঝা যায়, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি 'আহ্দ' বা চুক্তি সম্পাদিত হয়। আর সে চুক্তিটি একটু বিস্তর। এর জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে, যার অন্যতম হল, সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করা এবং রুকু-সিজদা ধীরস্থির ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা।

মূলত সালাতের গুণগত মান হিসাবেই তা মুসল্লিকে পাপাচার ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

إِنّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلّا عُشْرُهَا، تُسُعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

নিশ্চয়ই বান্দা সালাত সম্পন্ন করে আর তার জন্য লেখা হয় সালাতের দশ ভাগের এক ভাগ (প্রতিদান) অথবা নয় ভাগের এক ভাগ অথবা আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ অথবা সে পায় সালাতের অর্ধেক (প্রতিদান)। এক বর্ণনায় এসেছে অথবা সে পায় সালাতের পূর্ণ প্রতিদান ও সুফল। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৮৮৯৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৯৬)

অর্থাৎ যদি সালাতটি আদায় করা হয় পূর্ণ খুশূ-খুযূর (হৃদয়ের একাগ্রতা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্থিরতার) সাথে এবং তিলাওয়াত ও তাসবীহসমূহও পাঠ করা হয় যথাযথভাবে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও আদবসমূহও সম্পাদন করা হয় উত্তমরূপে। তবে সেই মুসল্লিকে আখেরাতে পূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব দান করা হবে এবং দুনিয়াতে তা মুসল্লিকে মন্দ ও অশোভন কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে যে সালাত হয় অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতা, যা সীমাবদ্ধ থাকে নিছক অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে, যাতে রুকু-সিজদা, কিরাত-কিয়াম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না সেই সালাত কীভাবে মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বাঁচাবে? তার সালাত তো তাকে সালাতরত অবস্থাতেই অশোভন কাজ ও চিন্তা থেকে ফিরাতে পারছে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

সফলকাম সেসকল মুমিন, যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে। সূরা মুমিনূন (২৩) : ১-২

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে। সূরা ফাৎহ (৪৮) : ২৯

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রাহ. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

ليس بهذا الأثر الذي في الوجه ولكنها الخشوع.

এখানে কপালে সেজদার দাগ উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হল, 'খুশূ'। -ওয়াকী ইবনুল র্যারাহ, আয্যুহদ ২/৫৯৮, হাদীস ৩২৭; তাফসীরে সুফিয়ান ছাওরী পৃ. ২৭৮; ইবনুল মুবারক, আয্যুহদ পৃ. ৮৯

আল্লামা আলূসী রাহ. বলেন,

الخشوع التذلل مع خوف وسكون للجوارح.

'খুশূ' হল, অন্তরের ভয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা। রূহুল মাআনী ৯/২৭৫

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাফেয ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, সালাতে খুশূ-খুযূর দৌলত তাঁরই হাছিল হয়, যে নিজের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু সালাতের মধ্যেই নিবিষ্ট রাখে। তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৫

যখন কেউ এমন খুশূ-এর সাথে সালাত আদায় করে তখনই সালাত তার চক্ষু শীতল করে, অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়।

যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

সালাতেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৯৩৪০

অন্য হাদীসে বেলাল রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَرِحْنَا بِهَا.

সালাতের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও, হে বেলাল!। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫

এটাই তো সালাত সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভূতি হওয়া উচিত। সালাত তার জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অন্তরের প্রশান্তি, শান্তির আধার। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে না তাদের জন্য সালাত মহা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়। তবে খুশূ-খুযূ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়) অবলম্বনকারীদের জন্য নয়। সূরা বাকারা (২) : ৪৫

আরেক আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلاً.

(নিশ্চয়ই মুনাফিকরা) যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। সূরা নিসা (৪) : ১৪২

তো নামাযে খুশূ-খুযূ মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে খুশূ-খুযূ বিহীন অলসতার সাথে নামায মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আর খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই নামাযীকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

আসলে মুমিনের নামায খুশূ-খুযূ বিহীন হতেই পারে না; কারণ সে তো মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি দেহ-মন বিনীত না হয়ে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে পারে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব শৈলিতে এ কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ.

তোমাদের কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা। মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৬১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪৭৪

হযরত সা'দ বিন উমারাহ রা. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ.যখন তুমি সালাত আদায় কর, তো এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৫৪৫৯;

আলইছাবা, ইবনে হাজার ৩/৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়ছামী ১০/২৩৬, বর্ণন া ১৭৭৩৯

প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল'-এ সকল ইবাদতের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠেছে খুশূ-খুযূর চূড়ান্ত রূপ।

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই) তোমাকে দেখছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০

এই হাদীসের মূল কথাও 'খুশূ'। সুতরাং কথা এটাই যে, সালাতের চূড়ান্ত সুফল অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করতে হবে। খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই মুমিনকে সকল অন্যায়-অনাচার, অপকর্ম-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে এবং তার নফসকে পবিত্র রাখে।

খ. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে জাকাত

আম্বিয়ায়ে কেরাম আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যেসব কর্মসূচি দিয়েছেন, তার অন্যতম হলো সাদাকাত। আর সাদাকায়ে ওয়াজিব এর অন্য নাম হলো জাকাত। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই জাকাতের সঙ্গে আত্মিক পরিশুদ্ধির একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সা.)-কে জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ (জাকাত) আদায় করুন! যা দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করবেন (গুনাহের কালিমা থেকে) এবং তাদের আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন! নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য বিশেষ প্রশান্তি। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আত্-তাওবা : ১০৩)

সম্পদের সঙ্গে অহংকার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হলে নিজেকে অন্যের তুলনায় বেশি মর্যাদাবান, প্রতিপত্তিশালী, প্রভাবশালী ও উঁচু স্তরের বলে মনে হয়। আর এটাই অহংকার।

অহংকার মুমিনের ইমানকে যেমন দুর্বল করে দেয়, তেমনি আমলকেও ধ্বংস করে ফেলে। তাই জাকাত আদায়ের মাধ্যমে নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে দরিদ্র মানুষের অধিকারটা হিসাব করে যদি তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দাতার আত্মা অহংকার থেকে মুক্ত থাকবে এবং পরিশুদ্ধ হবে। যদি জাকাত আদায়ে নিজের দায়মুক্তি ও অন্যের অধিকার বুঝে দেওয়ার উপলব্ধি থাকে, তাহলেই কেবল আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে গরিবের প্রতি অনুকম্পার মানসিকতা আত্মার কলুষতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, 'তারা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এতিম, মিসকিন, বন্দিদের খাবার খাওয়ায়। (খাবার দেওয়ার সময়) তারা বলে, আমরা শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাবার দিচ্ছি, এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান চাই না, এমনকি কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না।

জাকাত ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার। এ অধিকার মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ.لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'আর তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। (সূরা আল-মাআরিজ: ২৪-২৫)

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদে অন্যের অধিকার আছে, এটি মেনে নেওয়া এবং দায়মুক্তির জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে জাকাত আদায় করা মুমিনের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং ইমানকে পরিপূর্ণ করে।

গ. আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র উন্নয়নে রোজা

মানুষের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র উন্নয়নে গভীর প্রভাব রাখে রোজা। সিয়াম সাধনায় শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের চেয়ে মনের গতি-প্রকৃতি, কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বই অনেক বেশি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) রোজাকে দেহের জাকাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্যই দেহের সব অঙ্গের রোজা রাখতে হবে। সব অঙ্গের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা হলো রোজা। রমজানে মুখের অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। চোখের গুনাহ থেকে দৃষ্টি হেফাজত করতে হবে। রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় গান-বাজনা, খারাপ কথা ও কাজ, পরনিন্দা-গিবত ও অশ্লীল মন্তব্য থেকেও বিরত থাকা জরুরি। নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে হবে। মাহে রমজানে অবৈধ পথে পা বাড়ানো কিংবা হাতের শক্তি দিয়ে যেকোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিশুদ্ধতা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, রিপুর তাড়না, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, জুলুম-নির্যাতন ও অসামাজিক দুর্বৃত্তপনা পরিহার করে ধার্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়াই রমজান। এ জন্য লৌকিকতা বা প্রদর্শনের ইচ্ছা পরিহার করে আত্মার পরিশুদ্ধি নিয়ে ইবাদতে মনোনিবেশ করা উচিত।

রমজানে বান্দার সব আমলের সওয়াব বৃদ্ধি করে দেয়। লাইলাতুল কদর দান করে ইবাদতে সব নবীর উম্মতের চেয়ে অধিক সম্মানিত করা হয়। মুত্তাকি হওয়ার জন্যই রমজানে কুরআন নাজিল করা হয়। যেন কুরআন পড়ে জীবন গড়ে মুত্তাকি হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি; আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

পবিত্র রমজান মাস মানুষকে একটি রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসে। এ মাসের চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে শিকলে বাঁধা হয়, যেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মুত্তাকি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা না আসে। এ মাসের ইবাদত হাত, মুখ ও অন্তরের গুনাহ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে দেয়। ধৈর্য ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। পাপাচার, হিংসা, গিবত, চোগলখোরি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলেই তাকওয়া অর্জনে সহয়তা

করবে।এভাবে নিজ অন্তরকে সব ধরনের খারাপ ও মন্দ চিন্তা, হিংসা, কুধারণা ও কল্পনা থেকে রক্ষা করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়।

ঘ. আত্মার পবিত্রতা অর্জনে হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হজ্জের সাথে আর্থিক ও দৈহিক দু'টি কুরবানীই সমভাবে সম্পৃক্ত। হজের আধ্যাত্মিক সফর আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের কাজকে সহজতর করে দেয়।

হজের প্রস্তুতির আলোচনা এলেই সাধারণত আমাদের মাথায় আসে তার বৈষয়িক প্রস্তুতির কথা। টাকা-পয়সা ও মালপত্র গোছানো। পাসপোর্ট-ভিসাসহ যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি ও সংগ্রহ। অবশ্যই এগুলো হজের প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তবে এর সঙ্গে অতীব প্রয়োজন হলো তার রুহানি বা আত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণও। হজের বরকত, ফলাফল ও প্রাণ অর্জিত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো দীর্ঘ সময় থেকেই পূর্বপ্রস্তুতি।

হজের মাধ্যমে অন্তরে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করা। ঈমানের স্বাদ অনুভূত হওয়া। আর অন্তরে জাগ্রত করা আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসার উত্তাপ, আগ্রহ ও উদ্দীপনা।

আর নফসকে নিয়ন্ত্রণ, মুজাহাদা ও কোরবানির জজবা তৈরি হওয়া। এক কথায় তাকওয়া ও খোদাভীতির পাথেয়। এটিই হলো হজের আসল পাথেয়। হজের সফরে কদমে কদমে এই পাথেয়র কমতি অনুভূত হবে, আর তার প্রতিকার কোনো বৈষয়িক সরঞ্জাম দ্বারা হবে না। বরং এর জন্য আত্মিক পাথেয়র প্রয়োজন হবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। তোমরা যেসব ভালো কাজ করো, আল্লাহ তা জানেন। আর পাথেয় গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর হে বুদ্ধিমানরা, তোমরা আমাকে ভয় করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৭)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির (রহ.) লেখেন, 'এ আয়াতে হজের বৈষয়িক পাথেয় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক পাথেয় অর্জনের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং আত্মিক পাথেয় অর্জনকেই বেশি কল্যাণকর বলে অভিহিত করা হয়েছে।'

হজের স্থান সর্বোত্তম স্থান যেখানে মানুষ নিজেকে উদাসনিতা থেকে মুক্ত করতে পারে এবং প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততা ও অভ্যাস তাকে যে উদাসীন করে সত্য দর্শন থেকে দূরে রেখেছিল তা থেকে বেরিয় আনতে পারে। যেহেতু হজ হল নিজের আসক্তির বস্তুগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিচিতির পরিবেশে প্রবেশ। মানুষ হজে ওহির অবতরণ স্থলে উপস্থিত হয়ে মহান প্রভুর চিহ্ন ও নিদর্শনগুলোকে স্বচক্ষে দেখে। তাওহীদের প্রাণকেন্দ্রে বসে আল্লাহর বাণীকে শুনে এবং উচ্চারণ করে। হজ্জ পালন একনিষ্ঠ ইবাদতের শামিল।

আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা:) তাওহীদ যুক্ত তালবিয়াহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যা হ'ল নিম্নরূপ,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَك

'আমি তোমার দরবারে হাযির আছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার দরবারে হাযির। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নে'মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।

আর উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশনা দিয়েছেন রাসূল (সা:) বলেছেন,

جَاءَنِى جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِ

'জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার অনুসারীদের নির্দেশ দাও তারা যেন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কেননা তা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্য হতে অন্যতম'।

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ একটি মহৎ কাজ। রাসূল (সা:) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا

'যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়'।

পৃথিবীর সব কিছুই যে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা

বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' (বনী ইসরাঈল ১৭/৪৪)।

আল্লাহ অধিকাংশ হজ্জ সম্পর্কিত আয়াতেই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের কথা বলেছেন। সূরা বাক্বারার ১৯৫ নং আয়াত এর প্রথমাংশে বলা হয়েছে-

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰه ...

'আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর'। আর আয়াতে শেষাংশে বলা হচ্ছে,

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা'।

হজে একজন ব্যক্তি নিজের হৃদয় দিয়ে আল্লাহর বাণীকে বোঝার চেষ্টা করে। সে তার সকল বস্তুগত পোশাক (পদ মর্যাদা, অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান) বিসর্জন দিয়ে ইহরামের পোশাক পড়ে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানোর ভঙ্গিতে সায়ী করে যেন সে আশা ও ভয়-ভীতির মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হচ্ছে। এভাবে সে উদাসনিতা থেকে মুক্তি লাভ করে সচেতন হয়।

হজ্জের যাবতীয় বিষয় যে আল্লাহর স্মরণেই নিমিত্ত সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل

'নিশ্চয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ, যামরায় পাথর নিক্ষেপসহ সব কিছুই আল্লাহর স্মরণ বাস্তবায়নের নিমিত্তেই সংগঠিত হয়ে থাকে'।

আর আল্লাহর স্মরণ যে শ্রেষ্ঠ আমল সে সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলেছেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

'আমি কি তোমাদেরকে অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হ'তে সবচেয়ে উঁচু। স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খায়রাত করার চেয়েও বেশী ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর স্মরণ'।

হাজীরা হজের এই সফরে পছন্দনীয় চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন, আত্মত্যাগের প্রস্তুতি, পারস্পরিক ভালবাসা, অন্যদের প্রতি সুন্দর আচরণ ও সম্মান প্রদর্শন, সততা, সত্যবাদিতা, উপকার করা, দান প্রভৃতি সুন্দর গুণাবলীর চর্চার এবং উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের সুযোগ পায়।

পবিত্র কোরআন হজের নিষিদ্ধ কাজগুলোর বিবরণ দিয়ে বলছে,

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِى ٱلْحَجِ

‘হজে (ইহরাম হতে তার সমাপ্তি পর্যন্ত) (স্ত্রীর সঙ্গে) সহবাস না করা, আর না অবাধ্যতা (বিধান লঙ্ঘনের গুনাহ) করা, আর না কোনরূপ কলহ-বিবাদ করা বৈধ।’ (সূরা বাকারা:১৯৭)

এ আয়াতটি হজের সময়ে নিষিদ্ধ তিনটি বিধানের কথা বলছে যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তিনটি প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রণীত হয়েছে। মানুষের যৌন প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্য সহবাসকে, ক্রোধকে সংযত করার জন্য অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যকে এবং চিন্তার পরিশুদ্ধির জন্য কলহ-বিবাদকে নিষিদ্ধ করা (পরিহার করার নির্দেশ দেয়া) হয়েছে।

ইমাম রেজা (রহ.) বলেন,

علة الحج الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترف العبد

‘হজের দর্শন হল আল্লাহর আতিথেয়তার দিকে যাত্রা, তাঁর নিকট অধিক নিয়ামত কামনা এবং সকল প্রকার গুনাহ থেকে বান্দার বের হয়ে আসা এবং প্রবৃত্তিকে যৌন কামনা ও বস্তুগত ভোগলিপ্সা থেকে বিরত রাখা।

তিনি (রহ.) অন্যত্র বলেছেন,

‘হজের অন্যতম দর্শন হল হৃদয়ের কঠিনতা দূর করণ ও প্রবৃত্তির নীচতা থেকে মুক্তি লাভ ও নিজের সত্তাকে বিনষ্টতা থেকে রক্ষা।’

এ বাণীসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, হজের সময় হাজীরা যে আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে থাকার এবং অনেক পুণ্যবান ব্যক্তির সান্নিধ্যের সুযোগ পান তা তাদের আত্মগঠনের অনুপ্রেরণা দান করে এবং সেখানে তাদের জন্য পরিশুদ্ধি অর্জনের বিষয়টি সহজতর ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

মানুষকে তার চূড়ান্ত সফলতা ও সৌভাগ্যময় জীবন অর্জনের জন্য নিজের সত্তাকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা, অশ্লীল ও মন্দকর্ম এবং অসুন্দর চরিত্র ও আচরণ থেকে মুক্ত করা অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক। আর হজ এই আত্মশুদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে।

হজ অত্যন্ত রহস্য ও তাৎপর্যময় এক অনুষ্ঠান। এর মধ্যে একদিকে যেমন জাকজমক, জৌলুস ও শক্তিমত্তার প্রকাশ রয়েছে তেমনি রয়েছে আত্মসমর্পণ, বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ। একইসাথে এর মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক ও দৈহিক এবং আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা। হজ নফসের সাথে জিহাদ ও সংগ্রামের প্রতীক।

২. মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও তা সর্বদা স্মরণ করা

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আর যে কাজে তাকে নিষেধ করা হয়, সে কাজের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। ফলে সে সর্বদা ছোট-বড় পাপ করতেই থাকে। মানুষকে পাপে লিপ্ত করে তার নফসের প্ররোচনা। শয়তান মানুষকে পাপের দিকে আগ্রহী করে আর প্ররোচনা দেয় নফস। নফসের প্ররোচনা, শয়তানের প্রচেষ্টায় একজন মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার,মানুষের অধিপতির, মানুষের মা’বুদের তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা নাস, আয়াত : ১-৪)

এই সূরার আলোকে আলেমরা বলে থাকেন, শয়তান শুধু মানুষকে ধোঁকা বা কুমন্ত্রণা দেয় না, শয়তানের মতো নফসও মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিন মন্দ কাজের শাস্তি কিরূপ হবে, সে বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখিত হল:

ক. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) একদিন বললেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে,

কারো মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক বুঝে দেয়া হবে'।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাজলুম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।

খ. হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন, আমার উপরে (মি'রাজে বা স্বপ্নে) জাহান্নামকে হাযির করা হয়। তাতে আমি বনু ইস্রাঈলের একজন মহিলাকে দেখলাম যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। তাছাড়া আমি সেখানে আমর ইবনু আমের আল-খুযাঈকে দেখলাম। সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলেছে। এ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার কুপ্রথা চালু করেছিল'। ইনি হলেন বনু খুযা'আর নেতা আমর বিন লুহাই বিন আমের, যিনি প্রথম শাম (সিরিয়া) থেকে 'হোবল' মূর্তি কিনে এনে কা'বা গৃহে স্থাপন করেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর একেশ্বরবাদী দ্বীনের মধ্যে মূর্তিপূজার শিরকের প্রবর্তন করেন।

গ. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে আগুনে পুড়ে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং গাধা যেমন গম পেষার সময় ঘানির চারপাশে ঘুরতে থাকে, অনুরূপভাবে সেও তার নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় জাহান্নামবাসীরা সেখানে জমা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে? জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা

করতাম না। আর তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম’।

ঘ. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন

مَثَلُ الْعَالِمِ
الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَه

‘যে আলেম মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেয় এবং নিজে সেটা ভুলে যায়, তার তুলনা ঐ প্রদীপের মত যা মানুষকে আলো দেয়, অথচ নিজে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়’।অর্থাৎ আমলহীন আলেম জাহান্নামী হবে।

ঙ. হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) ছালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? কেননা আমাদের কেউ এরূপ দেখে থাকলে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহ যা চাইতেন সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিতেন। যথারীতি একদিন (ফজর ছালাত শেষে) তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে, দু’জন ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম (১) একজন ব্যক্তি বসে আছে এবং অপর ব্যক্তি একমুখ বাঁকানো ধারালো লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে উক্ত বসা ব্যক্তির গালের এক পাশ দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। অতঃপর গালের অপর পার্শ্ব দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গালের প্রথমাংশটি ভাল হয়ে যায়। তখন আবার সে তাই-ই করে (এই ভাবে একবার এগাল একবার ওগাল চিরতে থাকে)। আমি বললাম এটা কি? তারা দু’জন বলল, সামনে চল। (২) অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি একটা ভারি পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐ পাথর ছুঁড়ে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর পাথরটি দূরে গড়িয়ে যায়। তখন লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায়। ইতিমধ্যে তার মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায়। তখন পুনরায় সে পাথর ছুঁড়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৩) আমরা সামনের দিকে চললাম। অবশেষে একটা গর্তের নিকটে এলাম। যা ছিল বড় একটা চুলার মত। যার উপরাংশ সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ প্রশস্ত। যার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা

আছে, তারাও উপরের দিকে উঠে আসত এবং তারা গর্ত থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার উপক্রম হ’ত। আবার যখন আগুন নীচে নামত, তখন তারাও নীচে নেমে যেত। এর মধ্যে ছিল একদল উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৪) অতঃপর আমরা অগ্রসর হয়ে একটা রক্তের নদীর কিনারে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ও নদীর কিনারে একজন দাঁড়িয়ে। যার সামনে রয়েছে একটি পাথরের খন্ড। অতঃপর নদীর মধ্যের লোকটি যখনই তীরে ওঠার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখনই তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার চেহারা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে লোকটি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে সে পূর্বে ছিল। এভাবে যখনই লোকটি তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই কিনারে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখের উপর পাথর মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি বললাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা দিল যে, (১) প্রথম ব্যক্তি যাকে সাঁড়াশী দিয়ে গাল চেরা হচ্ছিল, ওটা হ’ল মিথ্যাবাদী। তার কাছ থেকে মিথ্যা রটনা করা হত। এমনকি তা সর্বত্র পৌঁছে যেত। ফলে তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (২) যে ব্যক্তির মাথা পাথর ছুঁড়ে চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ’ল সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতঃপর সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও সে অনুযায়ী আমল করত না। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (৩) আগুনের চুলার গর্তে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ’ল যেনাকার। আর (৪) রক্তের নদীর মধ্যে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ’ল সূদখোর’। ... আর আমি হ’লাম জিবরীল এবং ইনি হ’লেন মীকাঈল’।

চ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন, পিতা-মাতার অবাধ্য (অর্থাৎ তাদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী) সন্তান, জুয়াড়ি, উপকার করে খোঁটা দানকারী ও নিয়মিত মদ্যপানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’। ‘তাদেরকে ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী থেকে পান করানো হবে’।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকেও

এবং তার জাল থেকেও।' (আবু দাউদ: ৫০৬৭, তিরমিযী: ৩৩৯২, মুসনাদে আহমাদ: ১/৯)

তাই নফসের ধোঁকা ও প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। পবিত্র কোরআনে নফসের ধোঁকা সম্পর্কে হজরত ইউসুফ আ. -এর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল,দয়ালু। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৩)

৩. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলাম আত্মার কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে উৎসাহিত করেছে।নফসকে ইলাহী ফরমানের দিকে নিবিষ্ট করার লক্ষ্যে নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বলা হয় 'জিহাদুন নাফস' বা অন্তরের সংগ্রাম। মূলত এ জিহাদই হ'ল সর্বোত্তম জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَ جَل

'সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল যে আল্লাহর জন্য স্বীয় কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে'।

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো বলেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

'কোন ব্যক্তির স্বীয় নাফস ও কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হ'ল সর্বোত্তম জিহাদ'।

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

'আমি কি প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিব না? যার অনিষ্ট থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদে থাকে। প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মানুষ নিরাপত্তা লাভ করে। আর প্রকৃত মুজাহিদ হল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর প্রকৃত মুহাজির হল সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় পাপ থেকে বিরত থাকে'।

রাসূল (সা:) আরও বলেন,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সেই প্রকৃত মুজাহিদ'। নিজের নফসকে পবিত্র ও সজীব রাখার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, সাহাবায়েকেরাম ঈমানদীপ্ত ঘটনা, এবং বুজুর্গ আলেম, মুসলিম মনীষীদের জীবনী বেশি বেশি পড়তে হবে। এতে করে অন্তর থেকে পাপাচারের চিন্তা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

যারা ঈমানদার,তারা এমন যে,যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় রবের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (সূরা আনফাল, আয়াত : ২)

গ্রন্থ সহায়ক

১. আত্মার পবিত্রতা কী? কেন? কীভাবে?
খতীবে আযম আল্লামা নুরুল ইসলাম অলিপুরী
২.তাযকিয়াতুন নুফুস (আত্মশুদ্ধি)
শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী
৩.আত্মশুদ্ধি
খালদ ইবন আব্দুল্লাহ আল মুসলেহ
৪. মাসিক আল কাউসার